ড. খুরশিদ আলম ▷

বিরোধিতা আছে, বিরোধী দল নেই

বর্তমানে এই বিরোধী মতকে বিএনপি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে? বিএনপি এই জনমতকে বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে কাজে লাগিয়েছে এবং লাগাচ্ছে। এমনকি এই জনমতের ওপর ভিত্তি করে অনেকে সেই দল থেকে নির্বাচন করতে চান। কারণ এটি একটি তৈরি করা ভোটব্যাংক। এ অবস্থায় এই বিরোধী জনমত থেকে সরকার সুবিধা নিতে পারে কি না এবং তা কিভাবে সম্ভব? এই জনমতকে নিজের পক্ষে নেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ নয়, কারণ এটি আওয়ামী লীগবিরোধী একটি মনোভাব (সেন্টিমেন্ট), শুধু মত (ওপিনিয়ন) নয়

সরকার থাকলে সরকারের বিরোধিতা থাকবেই। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আবার বিরোধীদের মধ্যে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র নানা আকারের দল থাকবে। কারণ আদর্শগতভাবে মানুষ যত বিভাজিত হবে তত দল থাকাই স্বাভাবিক। কোনো একটি মতাদর্শের সমর্থকদের মধ্যে উপদল হতে হতে ততটা পর্যন্ত হয়, যেখানে গেলে আর সেটি দল গঠনের মতো অবস্থায় থাকে না। তখন তারা কিছুটা আপস করে মূল দলের সঙ্গে থেকে যায়। সে জন্য একটি বড় দলে যেমন অনেক উপদল থাকতে পারে, তেমনি একটি ক্ষুদ্র দলেও উপদল থাকতে পারে।

যা-ই হোক, কর্মসূবাদে দেশের যেখানে যাই দেখি বর্তমান সরকারের বিরোধিতাকারীর কোনো অভাব নেই। আলোচনা করলেও দেখা যায় যে তাদের অনেকে এ সরকারকে একেবারে সহ্য করতে রাজি নয়। এর সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হবে বলে মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে কার্যকর বিরোধী দল কোথায়?

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর এই একই অবস্থা বিরাজ করছিল প্রায় ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত, যখন লাখো মানুষ তখনকার সরকারের বিরোধী থাকলেও তেমন কোনো কার্যকর বিরোধী দল ছিল না। তাহলে এটি কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, নাকি তখন আওয়ামী লীগের ওই অবস্থা যাদের হাতে হয়েছে এখন সে অবস্থা তাদের হয়েছে? এটি কি ইতিহাসের আরেক শিক্ষা, নাকি এটি সময়ের প্রতিশোধ? একজন ভাগ্যবাদী বা সামাজিক ন্যায়বাদী এমনটি হয়তো ভাবতে চাইবেন; কিন্তু রাজনীতিবিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে সেভাবে দেখেন না।

একটি দেশে কোনো একটি বিষয়ে যদি জনমত থাকে, তাহলে সে জনমতকে পুঁজি করে কেউ না কেউ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল গঠন এবং তা পরিচালনা করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেখানে যদি বর্তমান মাঠের প্রধান বিরোধী দল তাকে কাজে লাগাতে না পারে, তাহলে অন্য কেউ এসে এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে কি না?

বলাবাহুল্য তেমন সম্ভাবনা এখনো দেখা যাচ্ছে না। বিরোধী দল জাতীয় পার্টি, তা কাজে লাগাতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ তাদের সে ধরনের প্রস্তুতি নেই। আবার এটি জামায়াতের দিকে হেলে পড়ার সম্ভাবনাও তেমন নেই। কারণ এর একটি অতিক্ষুদ্র অংশই জামায়াতের মতাদর্শকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে এখনো আগ্রহী। কেউ হয়তো যুক্তি হিসেবে বলতে পারেন যে বর্তমানে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এই মতের সমর্থকরা ভোট দিয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান কিংবা ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার তো বানাচ্ছেন। এটি সত্য, তবে রাষ্ট্রক্ষমতা জামায়াতের হাতে দেওয়ার জন্য এই মতের সমর্থকরা কতজন প্রস্তুত আছেন, সেটি একটি বিরাট প্রশ্ন। মনে হয়, এ মতের অধিকাংশ লোক এখনো সেটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। হেফাজতে ইসলাম নিঃসন্দেহে একটি শক্তি এবং এর একটি চমৎকার সাংগঠনিক সামর্থ্য রয়েছে। এটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা এখনো খুব ক্ষীণ। এই মতাদর্শের লোকদের আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করার মতো চাহিদা এখনো দেশে তৈরি হয়নি। তবে তাদের এই সাংগঠনিক শক্তিকে কেউ কাজে লাগাতে পারে কি না?

আলোচিত এই বিরোধী মতের একাংশকে নিয়ে কেউ কি আলাদা কোনো দল করতে পারে কি না, যদি বিএনপি এই মতামতকে কাজে লাগাতে না পারে? সে সম্ভাবনা একেবারে নেই তা নয়, তবে তা করার জন্য যে ধরনের সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেওয়া দরকার অর্থাৎ ক্ষমতায় যাওয়ার মতো শক্তি থাকা দরকার, তা যদি না থাকে, তাহলে কেউ তাতে উদ্যোগী হবে বলে মনে হয় না। কারণ মোটাদাগে রাজনীতি হচ্ছে এক ধরনের উদ্যোগ, যেখানে উদ্যোক্তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের বিষয় থাকবে, লাভালাভের বিষয় থাকবে। আবার প্রশ্ন হতে পারে, বর্তমান মত থেকে এই বিরোধী মতের লোকদের সরে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? বলা যায়, সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, সরকার যত ভালো কাজই করুক না কেন।

বর্তমানে এই বিরোধী মতকে বিএনপি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে? বিএনপি এই জনমতকে বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে কাজে লাগিয়েছে এবং লাগাচ্ছে। এমনকি এই জনমতের ওপর ভিত্তি করে অনেকে সেই দল থেকে নির্বাচন করতে চান। কারণ এটি একটি তৈরি করা ভোটব্যাংক।

এ অবস্থায় এই বিরোধী জনমত থেকে সরকার সুবিধা নিতে পারে কি না এবং তা কিভাবে সম্ভব? এই জনমতকে নিজের পক্ষে নেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ নয়। কারণ এটি আওয়ামী লীগবিরোধী একটি মনোভাব (সেন্টিমেন্ট), শুধু মত (ওপিনিয়ন) নয়। এই মতের বিভাজন করে কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে নেতাদের ভাগ করা গেলেও সমর্থকদের ভাগ করা সহজ হবে না। তাই কোনো নেতা সরকারি দলে যোগ দিলেও জনমত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সরকারের পক্ষে যাবে বলে মনে হয় না। আগামী দিনে এই জনমতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে কি? আসবে, কারণ কোনো জনমত এক জায়গায় স্থির থাকে না। বিএনপি বর্তমান বেকায়দায় পড়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য আওয়ামী লীগের ক্ষুরধার রাজনীতিকে দায়ী করছে। কারণ তা বিএনপিকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার মতো। আর আওয়ামী লীগ বলছে, বিএনপি গ্রামারবিহীন আন্দোলন করতে গিয়ে খাদে পড়ে কোমর ভেঙে গেছে। যা-ই হোক, বিএনপির রাজনৈতিক পরাজয় আওয়ামী লীগের জয় বলে ধারণা করার কোনো কারণ নেই। আওয়ামী লীগের এখানে কোনো প্রাপ্তি যোগ হয়েছে এমন বলা যাবে না। অন্তত বিরোধী মতের সমর্থন পাওয়ার দিক বিবেচনা করলে তো নয়ই। এই বিশাল বিরোধী মতের ব্যবহার করার জন্য বিএনপি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে কি? আর তা না হলে এই জনমত কে কখন, কিভাবে ব্যবহার করবে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

লেখক : চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট